**বার্লিনে মনের মানুষ**

ধনঞ্জয় ঘোষাল

ভারতের বাইরে বেশ কয়েকজন মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যয়কে কেন্দ্র করে তৈরি করেছেন 'সুনীল সাহিত্য পরিষদ'। তার মূল লক্ষ্য সুনীলের সাহিত্য চিন্তা নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও সুনীলের সমসাময়িক সাহিত্য জগতের বিশ্লেষণ-ভাবনা-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা

অসম্ভব জনপ্রিয় তিনি প্রবাসী বাঙালী সমাজে। সুনীল সাহিত্য পরিষদ সদ্য গড়ে ওঠা একটি সংগঠন যার সদস্য-সদস্যারা অবশ্যই সুনীল অনুরাগী এবং প্রতিষ্ঠানটি জার্মানী তথা বার্লিনে তৈরি হলেও অস্ট্রিয়া, আমেরিকা, জাপান, ইংল্যান্ড, কানাডা, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশের সুনীলমুগ্ধ পাঠকেরা এই বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যেও একটি সাহিত্যসমাজ গড়ে তুলতে চাইছেন

সুনীল সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি ও সাংবাদিক নাজমুন নেসা। সুদীর্ঘ বছর ধরে তিনি জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসূত্রে থেকেছেন, বর্তমানে বার্লিনে রয়েছেন। পাশাপাশি নাসমুন পেয়েছেন হাবিবুল্লাহ বাবুলকে যিনি ফ্রাঙ্কফুর্টে রয়েছেন দীর্ঘদিন। নাজমুন ও বাবুলের যৌথ প্রচেষ্টায় সুনীল সাহিত্য পরিষদের আত্মপ্রকাশ এবং তারই প্রথম সফল উদ্যোগ হল 'বার্লিনে সুনীল সংবর্ধনা' শীর্ষক অনুষ্ঠান।

স্বভাবতই আমেরিকা বঙ্গসম্মেলন থেকে কলকাতায় ফেরার পথে কয়েকদিনের জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যাকে থামতে হয়েছিল জার্মানীতে। একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে একদিনের জন্য বার্লিনও ঘুরে গেলেন তিনি।

৬ অগাস্ট বার্লিনে চেক পয়েন্ট চার্লির কাছে ভিকম হলে অনুষ্ঠিত হল সেই অনুষ্ঠান। বার্লিনের 'বেঙ্গল সেন্ট্রুম' ও 'সুনীল সাহিত্য পরিষদের' যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বের্ণড পেটার লাঙ্গে যিনি শান্তিনিকেতন ও মুম্বাই সহ বিভিন্ন অঞ্চলে অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যাপক লাঙ্গে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক, বর্তমানে জার্মানীর ম্যাগডেবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান এন ডি সি, বার্লিনে ভারতীয় দূতাবাসের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি লেখক ডঃ শিবপ্রকাশ। উপস্থিত ছিলেন ইয়েনার সিমারম্যান যিনি রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষে জার্মান তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে একটি ডকুমন্টারি ছবি তৈরি করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনার জন্য সেখানে আমিও আমন্ত্রিত এবং কলকাতা থেকে গিয়ে পৌছেন তরুণ বাচিকাশিল্পী সৌমিত্র ঘোষ।

স্বাগত ভাষণ দেন 'বেঙ্গল সেন্ট্রুম' ও সুনীল সাহিত্য পরিষদ' -এর সভাপতি নাজমূল নেসা। ভাষনে তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২-এ জানুয়ারীতে নাজমুনের প্রথম আলাপ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দীর্ঘ পরিচয় পর্ব অতিবাহিত। বিভিন্ন মুহূর্ত স্মৃতিকথা চলে এল নাজমুনের বক্তব্যে।

সেই বক্তব্যের রেশ ধরেই সাহিত্য পিপাসু মানুষ জনাব মাসুদ মান্নানও তুলে ধরলেন এপার - ওপার ও সুনীলের সাহিত্য প্রসঙ্গ। ড. বেনর্ড পেটার ইংরেজীতেই বলেন তাঁর সুনীল অনুভব। সুনীলের সাহিত্যের তিনি পাঠক, সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গেই চলে এলে বেনর্ডের বক্তৃতায় সুনীলের উপন্যাস প্রসঙ্গ।

লেখক শিবপ্রকাশের সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয় দীর্ঘদিনের, সেটাই প্রথমে জানালেন শিবপ্রকাশ। সাহিত্যসূত্রে বিভিন্ন ভ্রমণে তিনি ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একই সঙ্গে সফর করেছেন, সেই সব ভ্রমণের টুকরো টুকরো কথা উঠে এল। উঠে এল লেখক ও কবি হিসেবে সুনীল প্রসঙ্গ। বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধায় যে একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব সেকথাও শিবপ্রকাশ বক্তৃতায় তুলে ধরলেন।

বক্তৃতা পর্বের পরই ছিল এক নজরে তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা। জার্মানীতে পাঠরত শাকী ইংরেজীতেই সাল ভিত্তিক বিধি বটনার উল্লেখ করে 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন। সুনীল সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাবুল সাংগঠনিক পরিচয় পর্বে বিস্তৃতভাবে বলেন।

এমনই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার ওপর আলোচনা। তাঁর কবিতার ওপর আলোচনা কোথা থেকে শুরু এবং তিরিশ মিনিট সময় সীমার মধ্যে কোথায় শেষ করা যাবে এমন একটা অস্থিরতা ছিলই। তাই ঠিক করেছিলাম যে বয়সে দাঁড়িয়ে রয়েছি এমন, ঠিক এই বয়সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কী লিখলেন তা নিয়েই বলবো। অর্থাৎ আমার বয়সে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই বয়সের কাব্যচর্চাকে আলোচনায় তুলে ধরা। 'দাঁড়াও সুন্দর' (১৯৭০) কাব্যগ্রন্থ থেকে 'সোনার মুকুট থেকে'

(১৯৮১)-এই সময়সীমায় মোট ছ-টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিথ হয় যা তাঁর চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ বছরের বয়সসীমায় রচিত। এই ছ-টি কাব্যগ্রন্থ নিয়েই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়, মূলত দীর্ঘ কবিতাগুলিকে কেন্দ্র করেই আলোচনা অক্ষ তৈরি হয়। আমার আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো - 'সুনীলের কবিতা। যৌবনে প্রাণের দীপ্তি'

তরুণ বাচিকশিল্পী সৌমিত্র ঘোষের কণ্ঠে 'হঠাৎ নীরার জন্য', 'যাওয়া না যাওয়া', 'কেউ কথা রাখেনি' ইত্যাি শোনা গেল।

এমন অনুষ্ঠানে বার্লিনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন অনেকে। পৃথকভাবে তাদের নাম উল্লেখ হয়তো সম্ভব নয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন রমজান মাস চলছিল। তবুও অনেক মানুষ রমজানের সময়েও এসে হাজির হয়েছেন এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। বাংলা ও জার্মান ভাষায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আগত ফাইম ও ইয়েনার সিমারম্যান।

দীর্ঘদিন ধরে বার্লিনে রয়েছেন এমন মানুষজন এসেছেন। যেমন স্বপন বসু, পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তেমনি অনেক জার্মান দর্শকও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ আবার বাংলা জানেন, কেউ শিখছেন কেউবা পরিচিত হতে এসেছেন সুনীলের সঙ্গে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর বক্তব্য পর্বে বললেন কেন তাঁর লেখায় নদী চলে এলেই বা রান্নাঘর গোয়ালঘর প্রসঙ্গে পুরনো স্মৃতির সেই বাংলাদেশ উঠে আসে, উঠে আসে ঠিক তেমন ভাবে দেখা ছেলেবেলার গ্রামের কথা। স্বল্প বক্তব্যের পরেই নীরা-কে নিয়ে পাঠ করলেন একটি কবিতা। ভিকম হলের শ্রোতামন্ডলীর মুগ্ধদৃষ্টি তখন কবির প্রতি, তাঁর কথার প্রতি।

প্রথম পর্বে আলোচনা - আবৃত্তি ইত্যাদি হয়ে যাবার পরই শুরু হল গৌতম ঘোষ পরিচালিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র 'মনের মানুষ'।

অধীর অপেক্ষা ছিল মানুষের। লালন সময় ধরে এগিয়ে গেল বার্লিনের একটি সন্ধে সবাই দেখছেন মনের মানুষ। আমি বেরিয়ে এসেছি। বিয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি রাস্তায়-বক্তব্য রাখার পর কয়েকজন জুটেও গেল যারা আলাপ করে বিয়ার খাওয়াতে নিয়ে গেল।

আমি ভাবছি এই হলে সামনেই ছিল একদা চেকপয়েন্ট। যেখানে মার্কিন প্রাচীর আড়াআড়ি চলে গেছে, ওপার ওপারের প্রবেশ অনুমতি মিলতো এখানে। লালন দেশ-কাল তুচ্ছ করে গান গিয়ে জুড়ে দিয়েছেন সব কিছু। তেমনি প্রাচীরহীন শূন্য বিষাদনে দাড়িয়ে বার্লিনের রাস্তায় ভিকমের দিকে চেয়ে দেখছি। মহাকালের চলচ্চিত্রে লালন গগন কাঙাল এমন সব ঐতিহাসিক মানুষের উপস্থিতি। আর তা প্রত্যক্ষ করেছেন বার্লিনের মানুষজনের সঙ্গে বসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এটাই তো বার্লিন প্রাচীরের ৫০ বছর, সে প্রাচীর যখন ভেঙে গেল ভাঙনের সাক্ষী হয়ে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে সুনীলও যে ভেঙ্গেছেন দেওয়াল। তাই তিনি বিপুল অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এক মানুষ, তরুণদের অত্যন্ত প্রিয় জন, আমাদের সকলের সুনীলদা।

এটাও তো মনে রাখার বিষয় বার্লিন প্রাচীরের ৫০ বছরে সেখানে পৌঁছে 'মনের মানুষ' দেখা। আমার এক মনের মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেই।